মার্কিন বার্তা

AMERICAN CENTER 38-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta 700 071
Tel: 2288-1200 (7 Lines) Fax: 033-2288-1616/9460 E-mail: pacal@state.gov

Public Affairs Office of the U.S. Consulate General Calcutta

শিক্ষার্থীরা ভারত-মার্কিন সম্পর্কের হৃদয় এবং ভবিষ্যৎ

ডেভিড সি মালফোর্ড
(ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত)

গত ১৫-১৯ নভেম্বর আন্তর্জাতিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করার সময় একটি ব্যাপারে আমি রীতিমতো গর্ব অনুভব করেছি যে এই নিয়ে উপর্যুপরি তৃতীয় বছর অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক ভারতীয় ছাত্রছাত্রী আমেরিকায় পড়তে গিয়েছেন। ভারত থেকে এত বেশি ছাত্রছাত্রী এর আগে কখনও উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য আমেরিকার পথে পা বাড়াননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন এবং আমেরিকার শিক্ষা জগতে তাঁরা আজ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছেন।

ভারতে রাষ্ট্রদূত হয়ে আসার পর একেবারে গোড়া থেকে আমি অগ্রাধিকার দিয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্ব থেকে সার্বিক সম্পর্কের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। দুটি দেশের জনগণ এবং পারস্পরিক ভাবনাচিন্তার আদানপ্রদানের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ জাতীয় অংশীদারিত্ব -- এটি কখনই সরকারি পর্যায়ে অর্জন করা যায় না। সুতরাং দুই দেশের মানুষে-মানুষে যোগাযোগের ভবিষ্যৎ ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় তরুণ-তরুণীদের আমেরিকায় গিয়ে এবং মার্কিন যুব সম্প্রদায়কে ভারতে এসে শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহ দেওয়ার থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না।

দুনিয়ার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং সেগুলি বিদেশের যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণ করতে সবসময়ই প্রস্তুত। আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি এক উলেখযোগ্য ঘটনা -- ঠিক পাঁচ বছরের মধ্যে যে সংখ্যা দ্বিগুণে পৌঁছেছে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ভবিষ্যতের জন্য বিষয়টি শুভ লক্ষণ, কেননা উভয় দেশের মধ্যে এক মজবুত সার্বিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে তা নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক এক অ-লাভজনক নিরপেক্ষ সংস্থা ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন (আইআইই) গত ১০ নভেম্বর প্রকাশিত 'ওপেন ডোরস, ২০০৪' শীর্ষক রিপোর্টে এই সম্পর্কে বিশদ খতিয়ান দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ২০০৩-২০০৪ সালে ভারত থেকে মোট ৭৯ হাজার ৭৩৬ জন ছাত্রছাত্রী আমেরিকায় পড়তে গিয়েছেন। বিগত বছরের তুলনায় তা শতকরা ৬.৯ ভাগ বেশি।

বিগত বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠরত আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি মার্কিন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে যেমন শ্লাঘার কারণ তেমনই তা লাভজনকও বটে। ১৯৫৪-'৫৫ শিক্ষা বছরে বিভিন্ন দেশ থেকে আমেরিকায় পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৪ হাজার আর আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ লাখের কাছাকাছি।

এই সাফল্যের পরম্পরা বজায় রাখতে আমরা ভারতে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা চাই সেইসব মার্কিন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সহায়ক হতে যারা উপযুক্ত ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানাতে তৈরি এবং একই সঙ্গে সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চাই হাজার হাজার ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যাঁরা আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন। আমরা আমাদের ভিসা দেওয়ার পদ্ধতি আরও মসৃন ও আরও সুরক্ষিত করছি। ভারতের সম্ভাবনাময় বিরাট বাজারে আমরা আরও বেশি সংখ্যক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করছি। পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত শিক্ষা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে চলেছি।

নিরপেক্ষ ভাবে অথবা কোনও নিয়োগকারী গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে ভারত সফরে আসা বিভিন্ন মার্কিন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানের সঙ্গে আমি মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে মিলিত হয়েছি। তাঁরা সকলেই তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিতে উৎসাহ দেওয়ার ওপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর ভারতেও আমার দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছে বিভিন্ন মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় প্রাক্তনীদের সঙ্গে। আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে গিয়ে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাও আমি শুনেছি।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের যে সব ছাত্রছাত্রী আমেরিকায় গিয়ে পড়তে উৎসুক তাঁদের সঙ্গে সহায়তা করে এডুকেশন ইউএসএ পরামর্শ দান কেন্দ্রগুলি। আমাদের লক্ষ্য হল, ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ এবং ব্যবহারিক পরামর্শ ও খোঁজখবর দেওয়া। ইউএস এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন ইন ইন্ডিয়ার (ইউএসইএফআই) তত্ত্বাবধানে এডুকেশন ইউএসএ তার আধুনিক গ্রন্থাগার সম্পদ এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মীদের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় বাছাই, আবেদনপত্র জমা দেওয়া, ভর্তি প্রক্রিয়া, আর্থিক পরিকল্পনা এবং প্রাক-যাত্রা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নানা ধরণের সহায়তা দেয়।

আমরা বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের আমেরিকায় গিয়ে পড়ার আকাঙ্খাকে স্বাগত জানাই এবং তাতে উৎসাহ জোগাই। ঠিকই, আমরা আমাদের দেশের সীমান্তকে এবং আমেরিকায় সফরকারীদের নিরাপত্তা আরও সুরক্ষিত করার জন্য নতুন কিছু পদ্ধতি কার্যকর করছি। তাহলেও আমেরিকা সফরের বা সেখানে পড়তে যাওয়ার জন্য ভিসা দেওয়ার মৌলিক যোগ্যতার মাপকাঠিতে কোনও অদলবদল ঘটাইনি। বাস্তব ঘটনা হল, ২০০০ সাল বা তার পরের যে কোনও বছরের তুলনায় আমাদের ভিসা মঞ্জুরির হার এখন বেশি। এই খবর যথাযথ প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদের ভিসা অফিসাররা আন্তরিক চেষ্টা চালাচ্ছেন। গত দেড় বছর ধরে রেডিও ও ওয়েবচ্যাটের মাধ্যমে এবং ছাত্রছাত্রীদের ৫০টি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপচারিতায় তাঁরা সেই তথ্য সকলের কাছে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ সরল করার উদ্যোগও আমরা নিয়েছি। নতুন 'সেভিস' (স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ইনফরমেশন

সিস্টেম) কর্মসূচী প্রকল্পে সারা বিশ্বের কনসুলার অফিসের সঙ্গে মার্কিন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটানো হয়েছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দ্রুত বিনিময় নিশ্চিত করা গিয়েছে।

বিভিন্ন মার্কিন দূতাবাস ও কনসুলেট স্টুডেন্ট ভিসার আবেদনকারীদের সকলের জন্য সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ স্থির করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা সুনিশ্চিত করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ভাবে উদ্ভাবিত এক কর্মসূচীর মাধ্যমে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকায় সময়মতো পৌঁছে তাঁদের নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে যোগ দিতে পারবেন এবং অবশ্যই প্রথম দিনের ক্লাশেও হাজির থাকতে পারবেন।

আমার বক্তব্যের নিহিতার্থ হল -- আমরা চাই ভারত ও বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আরও অনেক ছাত্রছাত্রী আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার অসামান্য শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করুন। আমেরিকার ছোট ছোট শহর থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহানগরীতে রয়েছে হরেক রকমের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। কোনও কলেজ বা মহিলা কলেজে দুই বা চার বছরের পাঠ্যক্রম যেমন আছে তেমনই রয়েছে বিশাল মাপের গবেষণামূলক বিশ্ববিদ্যালয়। মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য থাকলেও সেগুলির সাধারন বৈশিষ্ট্য হল -- পঠনপাঠন পদ্ধতির নমনীয়তা এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত নজর, অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে নিবিড় সংযোগ, হাতে-কলমে শেখার অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সুযোগ সুবিধার নাগাল পাইয়ে দেওয়া। আমেরিকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবেন তাঁরা মার্কিন সমাজে থেকে আমাদের দেশের মুক্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাবেন।

আপনি যদি আপনার নিজের শিক্ষাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবেন তাহলে আমি জোরাল সুপারিশ করব যে আপনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য আমেরিকাকেই বেছে নিন। আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ৩ হাজার ৬০০-রও বেশি পুরোপুরি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে থেকে আপনি যে কোনটি পছন্দ করে নিতে পারেন। মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাগত স্বাধীনতার প্রসার ঘটায়, পেশাগত সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে ও উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করে এবং নানা ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ব্যুৎপত্তির বিকাশ ঘটায়। শুধু তাই নয়, এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে অসাধারণ গ্রন্থাগার ও গবেষণার সুযোগ, বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবার সুযোগ এবং নানা রকম খেলাধূলা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ব্যবস্থা।

এই সম্পর্কে আরও জানতে **www.fulbright-india.org** ওয়েবসাইটে লগ অন করে আপনার নিকটস্থ এডুকেশন ইউএসএ পরামর্শ কেন্দ্রটি চিহ্নিত করুন। আপনি তাহলেই ক্রমে আবিষ্কার করবেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল সফরের স্থান হিসাবেই নিরাপদ নয়, বরং তা পড়াশুনা করারও এক দারুন জায়গা।

****